

কালিমায়ে তাইয়েবা বিশ্লেষণ ও ইমান ভঙ্গের কারণ

[দুটি বইয়ের সমষ্টি]

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানি রহ.
মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নোমানি রহ.

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ
আফালাহু আনহু



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

কালিমায়ে তাইয়েবা বিল্লেষণ ও ইমান ভঙ্গের কারণ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সাহিদ কাহতানি রহ.
মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নোমানি রহ.

স্বত্ব: অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ

ISBN: 978-984-8046-60-9

MRP: ৩৯৫৳ মাত্র

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

সুচিপত্র

অ র্ প ণ	১১
চয়নিকা	১৩
অনুবাদকের কৈফিয়ত	১৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	২০
ভূমিকার বিষয়বস্তু ও সেগুলোর গুরুত্ব	২৩
উলুহিয়াত বিষয়ে আলোচনার কারণ	২৮
মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা ও তা প্রকাশ করার আবশ্যিকতা	৩১
তাওহিদের কালিমা	৩৫
কালিমার বার্তা শত্রুতা-মিত্রতা	৩৬
কালিমার বার্তা প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ.....	৩৭
নির্জনে তাকওয়া অবলম্বনে কিছু পদক্ষেপ :	৪০
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র শর্তাবলি	৪৫
যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ	৬৩
মানব-জীবনে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র স্বীকৃতির প্রভাব	৭২

শত্রুতা-মিত্রতার আকিদা	৭৬
হাদিস ও সাহাবা-বাণীর দলিল.....	৭৮
ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাৰ বাণীর ব্যাখ্যা	৮০
বর্তমানের মুসলমানদের নিকট শত্রুতা ও মিত্রতা	৮১
শত্রুতা ও মিত্রতার অর্থ	৮২
তাওহীদের ধারক-বাহকদের শত্রু থাকা অবশ্যম্ভাবী	৮২
প্রচুর ইলম থাকা কারো হক হওয়ার দলিল নয়	৮৩
সত্যান্বেষীদেরকে সন্দিহান করে তোলার অপচেষ্টা	৮৪
হকপন্থীদের প্রয়োজনীয় ইলম থাকার আবশ্যকতা.....	৮৫
শত্রুতা ও মিত্রতা ব্যতীত কালিমার	
তাৎপর্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়.....	৮৫
ইমানের হাকিকত ও এর বিপরীত জিনিসসমূহ	৮৭
মুরজিয়াদের শিথিলতা ও খারেজিদের সীমালঙ্ঘন.....	৮৭
কুফরি.....	৯৫
জুলুম.....	৯৬
ফিস্ক.....	৯৭
জাহালাত	৯৯
শিরক	৯৯
নিফাক	১০১
একটি জরুরি সংযুক্তি	১০৮
কুফর, শিরক, নিফাক ও ইরতিদাদ	১১৭
শিরকের প্রকারভেদ	১১৯
নিফাকের প্রকারভেদ	১২৩
ইরতিদাদ	১২৩
ইরতিদাদের প্রকারভেদ	১২৪
‘বাধ্য হওয়া’ শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত	১২৫

ইকরাহের একটি অত্যাশ্চর্য চিত্র	১২৮
বাঁচাতে চাই, না বাঁচতে চাই?.....	১২৮

■ ইমান-ভঙ্গের কারণ ১৩১

চতুর্থ কারণের ব্যাখ্যা	১৪৫
তাগুতের সংজ্ঞা	১৪৯
শরিয়ত প্রত্যাখ্যানকারীর উপমা	১৫১
বর্তমানের মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ	১৫২
আলেমদের ইউনিফর্মধারী কিছু লোকের দায়	১৫৩
ইয়াসাক সংবিধান.....	১৫৭
শাসকের মুরতাদ হওয়ার অবস্থাসমূহ.....	১৫৮
অষ্টম কারণের ব্যাখ্যা	১৬১
বর্তমানে কোন কোন দেশ দারুল হরব?	১৬৩
হিজরত করে কোথায় যাব?.....	১৬৪
সংযুক্তি -১	১৬৫
ইবনে তাইমিয়া রাহিমাতুল্লাহ সম্পর্কে সঠিক অবস্থান	১৬৫
সতর্কতা	১৬৯
সংযুক্তি -২	১৭১
‘সালাফের আকিদা’ ও ‘সালাফি আকিদা’ এক নয়	১৮৩

■ কালিমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য ১৮৬

তাওহিদের গুরুত্ব	১৮৮
তাওহিদের তাৎপর্য ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র মর্মার্থ	১৯২
আরবের মুশরিকদের শিরক এবং তাদের কাছে তাওহিদের দাওয়াতের দাবি.....	১৯২
ইবাদতের সংজ্ঞা	১৯৪
সাহায্য-প্রার্থনার সংজ্ঞা	১৯৪

ইবাদত ও সাহায্য-প্রার্থনা একটি

অপরটির জন্য অপরিহার্য ১৯৬

তাওহিদের প্রথম স্তর ১৯৮

তাওহিদের পরবর্তী দাবি ১৯৯

মূর্তি ও উপাস্যের আধুনিক সংস্করণ ২০১

তাওহিদের উচ্চতর স্তর ২০৩

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের নিদর্শন ও ফলাফল ২০৪

ইমানদারদের ইস্পাততুল্য দৃঢ়তা ও বিপ্লবী শক্তি ২০৫

জিহাদের জন্য শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি যথেষ্ট কি-না? ২০৭

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের স্তরে পৌছার প্রাথমিক সিলেবাস ২১৩

‘পিরে কামেল’ খ্যাত একজনের কিছু উক্তি ২১৪

একটি হাদিস : ২১৬

একটি সতর্কীকরণ ২১৬

হাদিসের আলোকে কালিমার ফজিলত ও গুরুত্ব ২১৭

রিসালাতে মুহাম্মদি ২২১

ইমানদীপ্ত ও ঐতিহাসিক ৬টি বাস্তবতা ২২১

সর্বকালের ও সমগ্র পৃথিবীর নবিকে আরব

দেশে প্রেরণ করার কারণ ২২৫

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দিন ২২৭

কুরআন ও ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ ২২৮

জিহাদ আগে, না খেলাফত প্রতিষ্ঠা আগে? ২২৯

কাউকে ‘রাসুল’ মানার অর্থ ও এর অনিবার্য দাবিসমূহ ২৩২

আল্লাহর রাসুলের সাথে ভালোবাসা ২৩৭

মিল্লাতে ইবরাহিমের চেতনাধারীদের

তাগুতদের কূটকৌশল থেকে বাঁচার উপায় ২৪০

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	২৫৯
ইসলামি দাওয়াতের নববি পদ্ধতি	২৭৩
কুরআন-হাদিস ও আকাবির-আসলাফের অনুসরণের	
পদ্ধতি বিষয়ে আকাবিরে দেওবন্দের মূলনীতি	২৭৮
একজন তরুণের অভিব্যক্তি	২৮০
প্রথম পুস্তিকা-লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৮৬
নাম, জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা	২৮৬
অংশগ্রহণ ও ইলমি দক্ষতা	২৮৬
ইলমি খেদমত	২৮৭
দ্বিতীয় পুস্তিকার লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২৮৮
ভূমিকা	২৮৮
জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাথমিক জীবন	২৮৮
যাদের আলোয় আলোকিত হয়েছেন	২৮৮
তাঁর রচিত আলোর পিদিম	২৮৯
একটি বাতি : যার আলো ফুরোয় না	২৮৯
অনন্তকালের দিকে যাত্রা	২৮৯
অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা	২৯০

অনুবাদের কৈফিয়ত

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد،

বক্ষ্যমাণ *الوَلَاءُ وَالْبِرَاءُ فِي الْإِسْلَامِ* কিতাবটির^[১] বাংলা ভাষায় তরজমা হলে তার নাম দেওয়া যাবে ‘ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা’। মূল বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে সঙ্গত কারণেই কিতাবটির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল। লেখক শায়খ ডক্টর মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রাহিমাল্লাহ [১৩৭৬-১৪৪০হি.] যেমন প্রয়োজন অনুভব করেছেন, তেমনি পূরণও করেছেন। ভূমিকায় তিনি তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন,

১. তাওহিদের কালিমা তথা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’তে বর্ণিত ইসলামের হাকিকত, কালিমার তাৎপর্য ও শর্তাবলি।
২. ‘ওয়ালা-বারা’ তথা ‘শত্রুতা-মিত্রতা’ বিষয়টি তাওহিদের কালিমার আবশ্যিক বিষয়াদির অন্যতম।
৩. ইমান ভঙ্গের কারণাদি তথা শিরক, কুফর, নিফাক ও ইরতিদাদ।

* * *

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও কিতাবটির মানের বিবেচনায় এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করছিলাম। কাজটি যদি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রয়োজনীয় হয় এবং আমার জন্য উপকারী হয়, তাহলে আল্লাহ যেন ইতকান ও ইখলাস তথা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

[১] ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তাৎপর্য ও ইমান-ভঙ্গের কারণ’ বইটি *الوَلَاءُ وَالْبِرَاءُ فِي الْإِسْلَامِ* কিতাবের ভূমিকাংশের অনুবাদ।

উক্ত ভাবনার পরবর্তী একদিনের অভিজ্ঞতা, জৈনিক ভাইয়ের সঙ্গে ‘কালিমার দাওয়াত’, ‘নবিওয়ালা কাজ’, ‘আল্লাহর রাস্তার মেহনত’ ও ‘নবির তরিকা’ প্রভৃতি বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তখন তীব্রভাবে অনুভব করলাম; আপাতত এ কিতাবের ভূমিকা অংশটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সামনে আসা সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন,

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَحَيَّ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

যাতে যে ধ্বংস হওয়ার, সে প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আনফাল : ৪২]

বস্তুত কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য শুধু নিয়ত খালেস থাকা যথেষ্ট নয়। কবুল হওয়ার জন্য আমলটি সম্পাদনও হতে হয় নববি তরিকায়। যেমনটি হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ [১০৭-১৮৭ হি.] বলেছেন,

আমল যদি খালেস নিয়তে হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তা কবুল হয় না। তদ্রূপ যদি যথাযথ হয় কিন্তু খালেস নিয়তে না হয়, তা-ও কবুল হয় না। যতক্ষণ না খালেস নিয়তে হয় এবং যথাযথ হয়। খালেস তখন হয়, যখন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়। পক্ষান্তরে যথাযথ তখন হয়, যখন তা সুন্নাহ অনুসারে হয়।^[১]

তারপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফিকে অনুবাদ কর্মটি সমাপ্ত হয় এবং আমার সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে কাজটিকে আমি উপকারী বানানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি, পাঠক অনূদিত পুস্তিকাটিতে যত্নের নিদর্শন পাবেন।

* * *

‘যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ’ এবং ‘মানব-জীবনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃ

[১] আব্বাস ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত إِيْتِصَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الْحَنِيمِ পৃ. ৪৫১, তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ আল-ফেকি রাহিমাহুল্লাহ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৯ হিজরি।

তির প্রভাব’ শিরোনামের লেখা দুটো, মূল আরবি কিতাবে উল্লিখিত তিন বিষয়ের দ্বিতীয়টির অধীনে ছিল। লেখা দুটো আমার কাছে প্রথম বিষয়টির অংশ হওয়া উপযোগী মনে হয়েছে। তাই বাংলা অনুবাদে লেখাদুটো প্রথম বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদে এ জাতীয় ছোট-খাট আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

কিতাবটির বিভিন্ন স্থানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা যুক্ত করা আবশ্যিক মনে হয়েছে এবং নিঃসঙ্কেচে সেগুলো যুক্ত করা হয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে যুক্ত কথাগুলো এই () বন্ধনীর ভেতরে রেখেছি। অতএব অনুদিত পুস্তিকার এই () বন্ধনীর সবগুলো কথা আমার পক্ষ থেকে যুক্ত। মূল আরবি কিতাবের লেখকের উপর এগুলোর দায় বর্তাবে না। পরিস্কারভাবে বোঝার জন্য যুক্ত অংশগুলোর শেষে ‘-অনুবাদক’ লিখে দিয়েছি। আর সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত পুস্তিকার এই [] বন্ধনীর লেখাগুলো মূল কিতাবের অংশ। অবশ্য মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখগুলো সবই বাংলা অনুবাদের সংযোজন। তারিখগুলো মূল কিতাবের নয়। অতএব এগুলোতে যদি কোনো ভুল থাকে, তার জন্য মূল লেখক দায়ী থাকবেন না।

* * *

মূল **الْوَلَاءُ وَالْبِرَّاءُ فِي الْإِسْلَامِ** কিতাবটির পাঠদান মাহাদে আমার দায়িত্বে রয়েছে এবং আমার পুত্র সাইফুল্লাহ ফুআদ চলতি শিক্ষাবর্ষে [১৪৪০-৪১ হি.] এ কিতাবের আমার ছাত্রও বটে। বর্তমান পুস্তিকার এ কাজে তার উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাকে, তাকে, তার ভাইবোন এবং দীনি মহকুমতের বন্ধনে আবদ্ধ সকলকে কাবিলিয়্যাত ও মাকবুলিয়্যাত (যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা) দান করুন। এবং সুস্থতা ও অবসরতার সাথে নববি তরিকায়^[১] কালিমা তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে দাওয়াত দানে জীবন ব্যয় করে, মাগফিরাত ও আজরে কারিমের সুসংবাদ লাভ করে, শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করার তাওফিক দিন। আমিন!

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন আমাদের স্ত্রী ও

[১] ২৭৩ নং পৃষ্ঠায় নববি তরিকার দাওয়াতের বিবরণ দেখুন।

ভূমিকা^১ বিষয়বস্তু ও সেগুলোর গুরুত্ব

সঠিক ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ‘শত্রুতা-মিত্রতা’ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ভূমিকায় আমাদের তিনটি বাস্তবতা তুলে ধরা আবশ্যিক—

১. তাওহিদের কালিমা তথা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’তে বর্ণিত ইসলামের হাকিকত, কালিমার তাৎপর্য ও শর্তাবলি।
২. ‘শত্রুতা-মিত্রতা’র বিষয়টি তাওহিদের কালিমার আবশ্যিক বিষয়াদির অন্যতম।
৩. ইমান ভঙ্গের কারণাদি তথা শিরক, কুফর, নিফাক ও ইরতিদাদ।

এখানে আমার লক্ষ্য হলো, যথাসম্ভব ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও তার বিরোধিতার স্বরূপ তুলে ধরা। পাশাপাশি ‘শত্রুতা-মিত্রতা’র বিষয়টির স্বরূপ এবং মুসলমানদের জীবনে তার গুরুত্ব প্রকাশ করা। কারণ, ‘শত্রুতা-মিত্রতা’ তাওহিদের আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ‘শত্রুতা-মিত্রতা’র আলোচনায় তাওহিদের কালিমার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা না থেকে পারে না। তাওহিদের আকিদা যথাযথভাবে জানা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যেন তাদের শত্রুতা-মিত্রতা এর ভিত্তিতেই হয়। বস্তুত, শরিয়তকর্তৃক নির্ধারিত শত্রুতা-মিত্রতা কার্যকর করা ব্যতীত শরিয়তের কোনো আকিদা নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মূলতত্ত্ব এবং এ দাওয়াত মানব ইতিহাসে যে বিপ্লব সাধন করেছে ও যে সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে, তা গভীরভাবে চিন্তাযোগ্য বিষয়। নিজের রব, দীন ও নবির পরিচয় লাভ করার প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে যায় মানুষের সুখ-শান্তির সফর।

[১] ভূমিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’র তাৎপর্য ও ইমান ভঙ্গের কারণ’ পুস্তিকাটি উদ্দেশ্য। এটি *السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ فِي الْإِسْلَامِ* (ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা) গ্রন্থের ভূমিকা।

আলোচ্য দাওয়াতকে পৃথিবী এমন এক সময় লাভ করেছে, যখন মানুষ ছিল চূড়ান্ত মূর্থতা ও অন্ধ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। নববি দাওয়াত তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে এবং আত্মিক মৃত্যুর পর জীবন দান করেছে।

أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

আচ্ছা, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে দান করেছি এমন একটি আলো, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে পতিত, সেখান থেকে সে বের হতে পারে না? [সূরা আনআম : ১২২]

তখনকার মানুষের অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেছেন মহান সাহাবি হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু^[১] [মু. ৩৩ হি.]। ‘হিলয়া’ গ্রন্থে আবু নুআইম রাহিমাছল্লাহর [৩৩৬-৪৩০ হি.] বর্ণনায় হজরত মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আল্লাহর শপথ! কোনো নবি প্রেরিত হওয়ার কঠিনতম যে পরিস্থিতি হতে পারে, সে ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। নবি প্রেরিত না হওয়ার ও অজ্ঞতার সময়ে শেষ নবি আগমন করেছেন। মূর্তিপূজার তুলনায় উত্তম কোনো ধর্ম আছে বলে মানুষ মনে করত না। এ পরিস্থিতিতে তিনি পার্থক্য নির্ণয়কারী ধর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যার মাধ্যমে হক ও বাতিল এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমানের জন্য কারো অন্তরের কপাট খুলে যাওয়ার পর সে যখন তার পিতা, পুত্র ও ভাইকে কাফের অবস্থায় দেখত, আর সে জানে যে, ইমানশূন্য ব্যক্তির ঠিকানা জাহান্নাম,

[১] হজরত মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলামগ্রহণ করেছেন। বদর ও অন্যান্য জঙ্গে [জিহাদে] উপস্থিত থেকেছেন। বদর যুদ্ধে অশ্বারোহী ছিলেন। ৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারো কারো মতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। মৃত্যু হয়েছে মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরে জাওফ নামক স্থানে। সেখান থেকে মদিনায় এনে দাফন করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাছল্লাহ কর্তৃক সংকলিত تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ খ. ১০ পৃ. ২৮৫ দৃষ্টব্য।

তখন প্রিয়জনকে প্রচণ্ড প্রজ্বলিত আগুনের দ্বারপ্রান্তে প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর নিকটে ফরিয়াদ করে বলত,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-
সন্ততির মধ্য থেকে চোখের শীতলতা। [সূরা ফুরকান : ৭৪]^[১]

হেদায়াত দান করে মুসলমানদের উপর অনুগ্রহ করার আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন এই জাহিলিয়াত সম্পর্কে বলেছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি [দীন] আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন
হয়ো না। আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ,
যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে
প্রীতি সঞ্চার করেছেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে
গেছো। তোমরা ছিলে আগুনের একটি গর্তের প্রান্তে, তারপর
তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ
তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে
তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও। [সূরা আলে-ইমরান : ১০৩]

সাহাবায়ে কেরাম যখন জাহিলিয়াত চিনলেন, তারপর ইসলাম জানলেন,
তখন তাঁরা কুরআনি তারবিয়ত ও নববি প্রতিপালনের ফলাফলরূপে প্রকাশ
লাভ করলেন। তাঁরা এ দাওয়াতের ইতিহাসে পরিচিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

[১] আবু নুআইম রচিত جِلْدَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ ১ পৃ. ১৭৫।
কিতাবের লেখক রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে [১ : ২৪২] বলেছেন, তাবারানিও রেওয়ায়েতটির
মূল বক্তব্য বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। একটি সনদে ইয়াহইয়া বিন সালিহ রয়েছে।
যাহাবি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। جَمْعُ الزُّوَائِدِ
وَمَنْعُ الْفَوَائِدِ [খ. ৬ পৃ. ১৭] কিতাবে হাইসামির বিবরণ মতে সনদের অন্য রাবিগণ
সহিহ-র রাবি।

তাওহিদের কালিমা

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ]

আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

এ কালিমা আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যের ‘ইবাদত লাভের উপযুক্ততা’ প্রত্যাখ্যান করছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত লাভের যোগ্যতা সাব্যস্ত করছে।^[১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] বলেন,

অন্তরের শান্তি ও তৃপ্তি একমাত্র আল্লাহর মহব্বত এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা দ্বারাই অর্জিত হবে। আর তাঁর মহব্বত লাভ করা তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রিয়জন থেকে বিমুখ থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। এটিই হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’র হাকিকত। এটি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও সকল নবি-রাসুলের ধর্ম।^[২]

কালিমার দ্বিতীয় অংশ তথা ‘মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’র তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি যা আদেশ করেছেন সে ব্যাপারে একমাত্র তাঁর অনুসরণ করা এবং তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ও বারণ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

[১] শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ [১১৯৩-১২৮৫ হি.] রচিত فَتْحُ الْمَجِيدِ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ পৃ. ৩৬ দ্রষ্টব্য।

[২] ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর مَجْمُوعُ الْفَتَاوى খ. ২২ পৃ. ৩২ দ্রষ্টব্য। তাহকিক : আবদুর রহমান বিন কাসিম। প্রথম সংস্করণ, মাতবাতুল হুকুমাহ ১৩৮১ হিজরি।

কালিমার বার্তা শত্রুতা-মিত্রতা

তাই ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে প্রত্যাখ্যান করা হলো শত্রুতা, আর সত্যায়ন করা হলো মিত্রতা। অতএব মিত্রতা হবে- আল্লাহর সাথে, তাঁর দীনের সাথে, তাঁর কিতাবের সাথে এবং নবি ও নেক বান্দাদের আদর্শের সাথে। পক্ষান্তরে শত্রুতা হবে- প্রত্যেক তাগুতের সঙ্গে, আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করা হয়।

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا

অতএব, যে কেউ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে^[১] এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়।^[২]

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

জেনে রাখুন, তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো মানুষ ইমানদার হতে পারে না। তার দলিল পূর্ববর্তী আয়াত তথা সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত।^[৩]

তাওহিদের কালিমার দাবি হলো, আল্লাহর শরিয়তের সাথে মিত্রতা পোষণ। ইরশাদ হয়েছে,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তারই অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য

[১] তাগুত বর্জনের উপায় তিনটি- ১. অন্তরের মাধ্যমে। ২. মুখের মাধ্যমে। ৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। অধমের রচিত ‘ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা’ বইয়ের ১২৭-১২৯ নং পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রকাশক: ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা। -অনুবাদক।

[২] সূরা বাকারা : ২৫৬ (১৪৯ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।)

[৩] শায়খ আবদুর রহমান বিন কাসিম রাহিমাহুল্লাহ (১৩১৯-১৩৯২ হি.) সংকলিতُ الدُّرَرُ السَّيِّئَةُ খ. ১ পৃ. ৯৫ দ্রষ্টব্য।

অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর। [সূরা আরাফ : ৩]

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অতএব, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে তোমার সত্ত্বাকে দীনের উপর অবিচল রাখো। [আর অনুসরণ করো] আল্লাহর [সৃষ্ট] প্রকৃতির, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরা রুম : ৩০]

তাওহিদের কালিমার দাবি এটাও যে, জাহিলিয়াতের বিধান থেকে সম্পর্কহীনতা। ইরশাদ হচ্ছে,

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُّونَ

তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? [সূরা মায়িদা : ৫০]

এবং ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পর্কহীনতা। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা আলে-ইমরান : ৮৫]

কালিমার বার্তা প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ

কালিমা হলো প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ- চারটি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং চারটি জিনিসকে সাব্যস্ত করে। যে চারটি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলো হলো- ১. সকল বাতিল ইলাহ, ২. তাগুত, ৩. সমকক্ষ, ৪. রব।

ইলাহ : (নিজস্ব ক্ষমতা বলে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করে-অনুবাদক) কোনো কল্যাণ অর্জন করা বা ক্ষতি দূর করার জন্য আপনি যার শরণাপন্ন হলেন, আপনি তাকে ইলাহ ও মাবুদরূপে গ্রহণ করলেন।

তাগুত : যার উপাসনা করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। অথবা উপাসনা

করার জন্য যাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।^[১]

সমকক্ষ : পরিবার-পরিজন, বাসস্থান, গোষ্ঠী বা সম্পদ যা আপনাকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিরত রাখে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ الثَّالِثِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

মানুষের মাঝে কতক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে [তাঁর] এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। [সূরা বাকারা : ১৬৫]

রব : সত্যের বিরোধিতায় যে আপনাকে ফতোয়া প্রদান করে, আর আপনি (নিরঙ্কুশভাবে) তার আনুগত্য করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

তারা [ইহুদি ও খ্রিস্টানরা] আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [সূরা তাওবা : ৩১]

তাওহিদের কালিমা যে চারটি জিনিসকে সাব্যস্ত করে সেগুলো হলো—

১. ইচ্ছা, ২. সম্মান ও ভালোবাসা, ৩. ভয়, ৪. আশা।

ইচ্ছা : একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন আপনার লক্ষ্য হওয়া।

সম্মান ও ভালোবাসা : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

আর যারা ইমানদার তারা আল্লাহকে অনেক বেশি ভালোবাসে।

[সূরা বাকারা : ১৬৫]

ভয় ও আশা : ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

যদি আল্লাহ তোমার উপর কোনো কষ্ট আপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া

[১] সামনে ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় তাওহেদের বিস্তারিত সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। -অনুবাদক।

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র শর্তাবলি

আমাদের জানা উচিত, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র দাবি আমাদের নিকট এই নয় যে, আমরা এর শব্দগুলো গণনা করব ও মুখস্থ করব। কারণ, এ কালিমার শর্তাবলি কত সাধারণ মানুষের অর্জিত রয়েছে এবং তারা তা আঁকড়ে ধরে আছে! কিন্তু যদি তাদের বলা হয়, তার শব্দ-সংখ্যা কয়টি ও কী কী গুণে বলুন দেখি, সুন্দরভাবে বলতে পারবে না। পক্ষান্তরে কালিমার শব্দগুলোর কত হাফেজ আছে, যারা তীরের বেগে সেগুলোতে ছোট্টাছুটি করে!^[১] অথচ তাদের দেখবেন, কালিমার সাংঘর্ষিক অনেক জিনিসের তারা শিকার হচ্ছে। তাওফিক বস্তুত আল্লাহর হাতে।^[২]

প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি ওহাব ইবনে মুনাঈহ রাহিমাহুল্লাহ [৩৪-১১০ হি.]—কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে প্রত্যেক চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস, তোমার জন্য দরজা খোলা হবে। অন্যথায় খোলা হবে না।^[৩]

[১] যারা কালিমার বার্তা গ্রহণ না করে ও আগত শর্তাবলি পূরণ না করে কালিমার অধিক পরিমাণে জিকির করে, এ উক্তি দ্বারা তারা উদ্দেশ্য কি-না, আল্লাহই ভালো জানেন।—অনুবাদক।

[২] শায়খ হাফেজ হাকামি রাহিমাহুল্লাহ (১৩৪২-১৩৭৭ হি.) রচিত مَعَارِجُ الْقُبُولِ بِشَرْحِ : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سَلَّمَ الْوُضُوءُ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ إِذَا زِلَّ الْبُحُورُ الْعِلْمِيَّةُ—এর ফটোগ্রাফি।

[৩] ইমাম বুখারি এটি كِتَابُ الْجَنَائِزِ তেলিফ করে গেয়েত করেছেন। বাব : مَنْ كَانَ آخِرُ : ۝ كَلَامِهِ «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ۝ ৩ পৃ. ১০৯। ওহাব ইবনে মুনাঈহ রাহিমাহুল্লাহ : তিনি ওহাব ইবনে মুনাঈহ ইবনে কামিল আল-ইয়ামানি আস-সানআনি। হজরত আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইজলি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি। তিনি ‘সানআ’র বিচারপতি ছিলেন। আবু যুরআ, নাসায়ি ও ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাঁর জন্ম ৩৪ হিজরিতে এবং মৃত্যু ১১০ হিজরিতে। تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ ۝ ১১ পৃ. ১৬৭ দ্রষ্টব্য।

এই চাবির দাঁত হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ—

প্রথম শর্ত : কালিমার উদ্দিষ্ট অর্থ জানা। তাতে কিছু জিনিস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তদ্রূপ কিছু জিনিস সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

[সূরা মুহাম্মদ : ১৯]

আরো ইরশাদ করেন,

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তবে [তারা সুপারিশ করতে পারবে] যারা সত্যকে স্বীকার করেছে জেনেগুনে। [সূরা যুখরুফ : ৮৬]

‘সত্য’কে স্বীকার করা দ্বারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্বীকার করা উদ্দেশ্য। ‘জেনেগুনে’ অর্থাৎ তারা মুখে যা বলছে অন্তরে তা জানে।

আরো ইরশাদ করেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। (এ সাক্ষ্য দিয়েছেন) ফেরেশতা ও জ্ঞানীরাও— (তিনি) ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। (তিনি) মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। [সূরা আলে-ইমরান : ১৮]

সহিহ মুসলিমে আছে, হজরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু [ম্. ৩৫ হি.] বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». («مَعَارِجُ الْقُبُول» ১: ৮৭৩, وانظر «الجامع الفريد» ص ৬০৩. والحديث مروي في «صحيح مسلم» ১: ৫৫, ح ৬২, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي «كتاب الإيمان».)

যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে জানে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ মুসলিম]

দ্বিতীয় শর্ত : নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, কালিমার উচ্চারণকারীর কালিমার তাৎপর্যের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে। কারণ ইমানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশ্বাসই উপকারে আসে। ধারণাপ্রসূত জ্ঞান ইমানের অঙ্গনে উপকারে আসে না।^[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

ইমানদার তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান এনেছে, তারপর [তাতে] সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরাই সত্যবাদী। [সূরা হজুরাত : ১৫]

সহিহ মুসলিমে আছে, হজরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৫৯ হি.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ». (صَحِيحُ مُسْلِمٍ ১ : ৬০, ح ৭২, كِتَابُ الْإِيمَانِ).

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহ না করে এই দুই সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সন্দেহ না করে কেউ এই দুই সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে জান্নাত থেকে আড়াল করে রাখা হবে না। [সহিহ মুসলিম]

[১] مَعَارِجُ الْقُبُولِ খ. ১ পৃ. ৩৭৮

হজরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ হলো,

«مَنْ لَقِيََتْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ». (صحيح مسلم ١: ٥٦، ح ١٣، كتاب الإيمان)

এই বাগানের দেয়ালের পেছনে যাকেই এ অবস্থায় পাবে যে, সে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। [সহিহ মুসলিম]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবি রাহিমাল্লাহু [মৃ. ৬৭১ হি.] ফি. **الْمُفْهَمُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ** কিতাবে লিখেছেন,

অনুচ্ছেদ : ‘তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য শুধু মুখে উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরের বিশ্বাসও জরুরি।’ এই শিরোনামে সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিয়া ফেরকার চিন্তাধারা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যারা বলে, সাক্ষ্য দু’টি শুধু মুখে উচ্চারণ করা ইমানের জন্য যথেষ্ট। [১] এই অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো তাদের আকিদা ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বরং তাদের আকিদা ভ্রান্ত হওয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই জ্ঞাত বিষয়, যার কাছে রয়েছে শরিয়তের জ্ঞান। তাছাড়া তাদের আকিদা শুদ্ধ হলে নিফাকের বৈধতা দেওয়া এবং মুনাফিকের ইমানদার হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা অকাট্যভাবে ভুল। [২]

তৃতীয় শর্ত : কালিমার দাবিসমূহ মুখে ও অন্তরে গ্রহণ করা। কালিমা গ্রহণকারীকে মুক্তি দেওয়া ও তার প্রত্যাখ্যানকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বিষয়ক, পূর্ব যুগের একটি ঘটনার বিবরণ আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন—

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَكُمْ

[১] আল্লামা কুরতুবি রাহিমাল্লাহু কর্তৃক বর্ণিত মুরজিয়া ফেরকার এখানকার বিবরণ এবং ৮৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাল্লাহু বিবরণের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়।
-অনুবাদক।

[২] فَتُحِ الْمَجِيدِ পৃ. ৩৬